Rajshahi University journal of arts & law Vol. 50 (2022) pp. 135-147
ISSN 2309-0898

প্রাচীনসভ্যতায় দেব-দেবী
[Gods and Goddesses in Ancient Civilization]

এফ এম এ এইচ তাকী*

Abstract

Since time immemorial there have been no civilizations where gods and goddeses did not exist. In Mesopotemian, Hebrew, Persian, ancient Egyptian, Greek and Roman civilizations, as well as African and American culture, existance of numerous gods and goddeses were found. Mankind in the antiquity was nature-worshippers. Natural objects like the sun, the moon, planets, stars and the fire were worshipped as sources of light. Clouds, the rain, winds and the sun have been considered as the gods who helped in agricultural work. The special objects that seems to have their mysterious knowledge, such as rocks, mountains, rivers etc. and beasts, birds, serpents, plants etc. were imagined as deities. Gods and goddesses were considered as the doers of good and evil deeds. Somewhere rulers and gods have become the same. This article focuses attention on gods and goddesses in ancient civilizations and on how mankinds have always worshipped them for their own protections.

Keywords: প্রাচীন, সভ্যতা ও দেব-দেবী

১. ভূমিকা

সভ্যতা হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা যার মূল ভিত্তিগুলো হলো শহর, সরকার ব্যবস্থা, ধর্ম, সামাজিক কাঠামো, শিল্প এবং পরিপূর্ণ লিখন পদ্ধতি সমৃদ্ধ ভাষা। একটি সভ্যতার বিস্তারের পিছনে কাজ করে তাদের আবিষ্কৃত এক বা একাধিক যুগান্তকারী আবিষ্কার। উল্লেখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা কোন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রাচীন সভ্যতা বলা যায়। মানব জাতির ইতিহাস অনেক প্রাচীন হলেও সভ্যতার ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার বছরের পুরানো। প্রাচীন সভ্যতার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়া সভ্যতায়। ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উর্বর ভূমিতে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ সালে এ সভ্যতা গড়ে ওঠে। এ সভ্যতা থেকে ব্যাবিলনীয়, অ্যাশেরীয়, ক্যালডীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়। উত্তর আফ্রিকার পূর্বাংশে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০০ সালে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। মেসোপটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িককালে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালের দিকে দ্রাবিড় জাতি সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করে। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে ইরানে পারস্য সভ্যতা, খ্রিষ্টপূর্ব ২০৭০ সালে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা, এজিয়ান সাগর দ্বীপপুঞ্জে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে প্রায় হাজার বছর স্থায়ী রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে, খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে হিব্রু সভ্যতা গড়ে ওঠে যা পরবর্তীতে ইসরাঈলী সভ্যতা নামে পরিচিত। এ ছাড়াও পেরুর দক্ষিণাংশে ইনকা সভ্যতার ব্যাপ্তি ছিল ১৪৩৮ হতে ১৫৩২ খ্রিষ্টব্দ পর্যন্ত। এ সময় মেক্সিকোর দক্ষিণাংশে এবং উত্তর-মধ্য-আমেরিকায় মায়া সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

মানব সমাজের সূচনা লগ্ন থেকেই ধর্ম-সংস্কৃতি নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রাচীন সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ সব ধর্ম-সংস্কৃতির মূলে দেব-দেবীর অন্তরঙ্গ অনুসঙ্গ বিদ্যমান ছিল। তাই পৃথিবীর

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫; E-mail: fmah.taqui57@gmail.com

এমন কোন সভ্যতা নেই যেখানে দেব-দেবীর উপস্থিতি ছিল না বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন সভ্যতাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়ে ওঠে। এসব সভ্যতায় বিদ্যমান দেব-দেবীর প্রসঙ্গ উন্মোচন করা গেলে আধুনিক সভ্যতায় ঈশ্বর-প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা অনুধাবন করা সহজ হবে। অত্র নিবন্ধে প্রাচীন সভ্যতায় দেব-দেবীর ধারণাকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে যাতে প্রচলিত ধর্মগুলোর গতি-প্রকৃতি, আচার উৎসব ও ঈশ্বর সম্পর্কে গবেষণা সহজতর হয়। প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে ধাতব যুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায় তার আলোকে দেব-দেবী সম্পর্কিত ধারণা অত্র নিবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১ প্রস্তর যুগে দেব-দেবী

সমাজ বিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণের মতে, প্রস্তর যুগই হল মানুষের আদিম সমাজ। এ যুগের ধর্মাচার গড়ে ওঠেছিল মানুষের জীবন ও জীবিকাকে কেন্দ্র করে। আলোর উৎস হিসেবে সূর্য ও চন্দ্র, খাদ্য উৎপাদনের জন্য মেঘ ও বৃষ্টি এবং জীবন ও জীবিকার জন্য পাথর ছিল গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করে অগ্নি প্রজ্জ্বলন, পাথরের মসৃণ অস্ত্র তৈরি করে কৃষি যন্ত্রপাতি, পশুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও পশু শিকারের বিভিন্ন অস্ত্র নির্মাণ তাদের জীবন ও জীবিকায় রহস্যময় ভূমিকা পালন করেছিল[১]। তাই তারা সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বৃষ্টি, পাথর প্রভৃতি রহস্যময় প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা, নৈবেদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করত।[২]

প্রস্তর যুগের ধর্মাচারে যুক্ত হয়েছিল কল্পকাহিনীতে (Mythology) বিশ্বাস,[৩] সর্বপ্রাণবাদে (Animism) বিশ্বাস,[৪] প্রেতবাদে (Ghost Theory) বিশ্বাস,[৫] টেটেমবাদে (Totemism) বিশ্বাস,[৬] মানা (Mana) বিশ্বাস,[৭] যাদু (Magic) বিশ্বাস[৮] যা জড়বাদী বিশ্বাস ও প্রকৃতি পূজার নামান্তর। মোটকথা প্রস্তর যুগের ধর্মাচারে সূর্য ছিল সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু, প্রধান দেবতা[৯]।আদিম সমাজে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে যেগুলোকে দূর্জ্ঞেয়, ভীতিপ্রদ ও রহস্যময় অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী বলে মনে হয়েছে সেগুলোও দেবতা হিসেবে পুজনীয় ছিল। এই প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে ধাতব যুগের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে দেব-দেবী সম্পর্কে একটি ধারণা বক্ষমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হল।

২.২ মেসোপটেমীয় সভ্যতায় দেব-দেবী

ইরাকের পূর্ব নাম মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়ায় উল্লেখযোগ্য সভ্যতা হ'ল ক) সুমেরীয় সভ্যতা, খ) ব্যবলনীয় সভ্যতা ও গ) এ্যসিরীয় সভ্যতা।

২.২.১ সুমেরীয় সভ্যতায় দেব-দেবী

মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস(ফুরাত) নদীর অববাহিকায় খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে এক জন-বসতি গড়ে ওঠে যারা সুমেরীন জাতি নামে পরিচিত। ইতিহাসে এদের সভ্যতাকে সুমেরীয় সভ্যতা এবং এদের ধর্মাচারকে সুমেরীন ধর্ম বলা হয়। এ অঞ্চলে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, বন্যা বা খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকত।[১০]এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করত কিংবা মাটির ফলকে অথবা পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য দেব-দেবীর ছবি অংকন করত। তাদের ধারণা এসব দেব-দেবীকে তুষ্ট রাখতে পারলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।[১১]

সুমেরীয়দের অসংখ্য দেব-দেবী ছিল। তাদের বিশ্বাস প্রত্যেক ব্যক্তির স্ব স্ব ঈশ্বর তাকে যাবতীয় বিপদ-মুছিবত থেকে রক্ষা করবে এবং তার কামনা-বাসনা পূরণ করবে। দেবতারা মানবরূপী তবে অমর। মানুষের মতই তাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা ও দৈহিক চাহিদা রয়েছে। তাদেরকে প্রসাদ ও পশুবলী উৎসর্গ করে তুষ্ট করা যায়। তাদের উল্লেখযোগ্য দেবতারা হলঃ

অনু (Anu): সে স্বর্গের দেবতা ও দেবতাদের পিতা; ভূপৃষ্টের দেবী ইন্নীর স্বামী হওয়ার সুবাদে সে আসমান ও জমিনের অধিপতি দেবতা। তারই কতৃত্বে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভিদ ও ফসল জন্মায়; মানুষের জীবন হয় সতেজ ও সজীব। উর অঞ্চলে এ দেবতা বিশেষভাবে বরণীয় ও পূজনীয়।[১২]

কী (ki): দেবীর অনেকগুলো নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম হল আনতুম যার অর্থ দাদী। তিনি জন্মদানের দেবী।[১৩]

এনলিল (Enlil): সে বৃষ্টি, বায়ু ও প্লাবনের দেবতা হলেও সে অত্যন্ত ক্ষমতাধর দেবতা। এনলিল শব্দের অর্থ হ'ল বায়ু ও আত্মার সর্দার (সাইয়েদ)। তাই তাকে ভূ-সর্দার নামে আখ্যায়িত করা হয়। আব্দুল হামিদ যায়েদের মতে সুমেরীন সমাজে যত দেবতা ছিল এনলিল ছিল তাদের প্রধান (সাইয়েদ)। সে যুদ্ধ-বিগ্রহের দেবতা এমন কি সে ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক দেবতা।[১৪]

নানা (Nana): চন্দ্রদেবতা। আক্কাদীয় ধর্মাচারে এ দেবতা সিন (sin) নামে পরিচিত; উর ও হাররান অঞ্চলে এ দেবতা পরম পূজনীয় ছিল।[১৫]

শামাস (Shamash): সূর্যদেবতাকে উটো বা শামাস দেবতা বলা হত। লারসা অঞ্চলে Sin দেবতা Shamash নাম ধারণ করে।[১৬] এই দেবতা মানবকল্যাণে উত্তাপ ও আলোর ব্যবস্থা করে থাকে। আবার ইচ্ছা করলে মাটিকে কঠিন তাপদাহে পুড়ে ফেলতে পারে।[১৭]

ইশতার (Ishtar): অনুর কন্যা মাতৃদেবী বা উর্বরতার দেবী ইশতারের (পূর্ব নাম Nintud বা Innimi) সঙ্গে Enki (জলদেবতা) এর প্রেমবন্ধনে বন্ধ্যা ভূ-পৃষ্ঠে শস্য উৎপন্ন হয়। উভয়ই উৎপাদনের প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। Enki (জলদেবতা) Ea নামেও পরিচিত।[১৮]

নারগাল (Nergall):নারগাল হ'ল প্লেগ রোগের দেবতা। প্লেগ রোগের ব্যপকতা দেখা দিলে নারগালের উপাসনা করা হয়।[১৯]

২.২.২ ব্যবিলনীয়সভ্যতায় দেব-দেবী

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম ব্যবিলনীয় সভ্যতা। এখানকার জনপদের ধর্মাচারই ব্যবিলনীয় ধর্মাচার। এটি মূলত সুমেরীনদের অনুসৃত ধর্মাচার থেকে উৎসারিত হয়েছিল। ব্যবিলনীয়রা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তারা তাদের কল্পিত দেবতাদের অর্চনা-বন্দনা করত। এসব দেবতা মানব জাতির উপর সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মালিক। তাদের কল্পনায় দেবতারা বৃহৎ মানবাকৃতির এবং প্রচুর ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী।[২০] তাদের অসংখ্য দেবতার মধ্যে প্রধান দেবতা ছিল মারদুক।[২১] মারদুক অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালনা করে। স্বয়ং হাম্বুরী তাঁর জন্য নির্মাণ করেছিলেন বিরাট মন্দির।[২২]

প্রাচীন ব্যবিলনীয়দের ধর্মমতে বিশ্ব জগৎ চারটি ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগের জন্য নির্দিষ্ট দেবতা রয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে নভমণ্ডল, সমুদ্র ও বায়ু। নভমণ্ডলের দেবতা অনু (Anu), সমুদ্র বা পানির দেবতা ইয়া (Ea) এবং বায়ু মণ্ডলের দেবতা এ্যানিল। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র। সূর্যদেবতা হল শামাস (Shamas) এবং চন্দ্র দেবতা হ'ল সীন (sin)। তৃতীয় ভাগে রয়েছে প্রকৃতি, নদী, পর্বতমালা ও সমতল ভূমি। এই ধরিত্রীর দেবতার নাম ইশতার।[২৩] দেবতাদের মাতা ইশতার শস্য, পশু ও মানব জাতির পুনঃউৎপাদনের নিয়ন্ত্রী দেবী। ইশতারের স্বামী তাম্মুজ (Tammuz) উদ্ভিদদেবতা। সে প্রত্যেক বছর মারা যায় এবং নিম্নাঞ্চলে চলে যায়। ইশতার বার বার তার সন্ধানে সেখানে যায়। যখন তারা দু'জনে প্রত্যাগমণ করে তখন উদ্ভিদগুলো মারা যায়। আবার যখন তারা দু'জনে সাক্ষাতের পর

প্রত্যাবর্তন করে তখন উদ্ভিদগুলো পুনর্জীবিত হয়।[২৪] চতুর্থ ভাগে রয়েছে ব্যবিলনের নগর রাষ্ট্রসমূহ যার অসংখ্য ক্ষুদে দেব-দেবী ছিল। প্লেগের দেবতা ছিল নারগাল, এবং হর্ডস ছিল অপদেবতা। শামাস, নান্নার, অসংখ্য দেবতা ছিল। প্রত্যেক নগর, অঞ্চল ও গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ছিল। Ea এর প্রথম পুত্র Nunurta যুদ্ধ দেবতা এবং অন্য পুত্র Nabu ছিল অগ্নিদেব; Apsu পরিচ্ছন্ন পানির দেবতা এবং Tiamat লবনাক্ত অঞ্চলের দেবতা।[২৫]

২.২.৩ এ্যাসিরিয়ান সভ্যতায় দেব-দেবী

মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ী ও মরু অঞ্চলে আসুর (Assur) দেবতায় বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। সুমেরীয় ও ব্যবিলনীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মাচারের সঙ্গে তাদের ধর্মাচারের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এখানে দেবতা ও নৃপতি একাকার হয়ে যায়।[২৬] নৃপতি নিজেকে দেবতার সরাসরি প্রতিনিধি ঘোষণা দিয়ে একই সঙ্গে শাসন কর্তৃত্ব ও ধর্ম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ব্যবিলনীয় প্রধান দেবতা 'মারদুক' পুত্র নাবু (Nabu) শাসকদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দেখাশুনা করে। ফলে সে প্রশাসনিক দেবতা এবং সেই সঙ্গে হয়ে ওঠে প্রধান দেবতা; যদিও তাদের জাতীয় দেবতা 'আসুর'।[২৭] ব্যবিলনীয়দের মতই ইশতার, শামাস, আদাদ ও সীন দেবতাতেও এ্যাসিরিয়ানদের বিশ্বাস ছিল। জাতীয় দেবতা আসুর পুত্র নিনার্তা (Ninarta) ছিল তাদের যুদ্ধ ও শিকার দেবতা।

২.৩ হিব্রু সভ্যতায় দেব-দেবী

মেসোপটেমিয়ার নিকটবর্তী প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের সম্মিলিত ভূমির পূর্বনাম কেনান। তারা হিব্রুভাষী হওয়ায় ইতিহাসে তাদের সভ্যতাকে হিব্রু সভ্যতা বলা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগর এলাকা জুড়ে এদের বসবাস ছিল। তাদের দেবতারা ছিল ব্যবিলনীয়দের অনুরূপ।[২৮] তারা ছিল প্রকৃতি পূজারী এবং মট (Mot) তাদের মৃত্যু দেবতা। তারা বাল (Baal) দেবতার পূজা করত। উর্বরতার সঙ্গে বৃষ্টি জড়িত। আর বৃষ্টি হয় মেঘ থেকে। তাই মেঘ পরিচালক তথা আকাশ নিয়ন্ত্রক দেবতা হিসেবে এবং উর্বরতার দেবতা হিসেবে 'বাল' দেবতা পরম পূজনীয় ছিল। 'ইয়ারিখ' চন্দ্র ও সূর্যের দেবতা হিসেবে 'স্বর্গের আলো' নামে অভিহিত। তাদের Ashtoreth জগৎমাতৃদেবী Ishtar দেবীর সঙ্গে তুলনীয়। তাদের প্রথম স্তরের সাতটি এবং অধঃস্তন স্তরের ৩৪টি বাল ছিল। তারা 'golden calf'পূজা করত।[২৯]

হিব্রু সভ্যতায় জেহোভা ছিল প্রধান ঈশ্বর। এ্যাসিরীয়দের দেবতা আসুরের কর্তৃত্ব খর্ব করে জেহোভা প্রধান ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়। মূসা (আ:) ইয়াহইয়া (জেহোভা) নামক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একেশ্বরবাদ প্রচার করেন।[৩০] হিব্রু 'জেহোভার' আরবি উচ্চরণ 'ইয়াহইয়া'। অর্থ চিরঞ্জীব, যার কোন শুরু বা শেষ নেই। তিনিই অনন্ত অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এক ঈশ্বর বা আল্লাহ। মুসা (আ:)-এর পূর্ববর্তী সকল নবী এবং পরবর্তী নবীগণ এই আল্লাহকে আসমান-জমিন ও এতদ উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা বলে প্রচার করেছেন। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও আল-কুরআনে এই এক ঈশ্বরের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ এক না হয়ে একাধিক হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।[৩১]

২.৪ পারসিক সভ্যতায় দেব-দেবী

প্রাচীনপারসিক সভ্যতায় তিনটি উল্লেখযোগ্য ধর্মসংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। যথা- মাজুসী ধর্ম, যরথুস্ত্র ধর্ম ও মিত্রাইজম।

প্রাচীনকালে পারসিকরা সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতি পূজারী ছিল।[৩২] প্রাচীন পারস্যে মাজুসী ধর্মে অগ্নিকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা হত। তাদের ধারণায় এটি প্রতীয়মান হয়েছিল যে, আগুন সবকিছু পুড়ে ধ্বংস করে

দেয়। আবার আগুনের আলো অন্ধকার দূরীভূত করে। অথবা আগুনে পুড়ে স্বর্ণ খাঁটি হয়। সকল অনাচার ও পাপাচার অন্ধকারের প্রতীক, পক্ষান্তরে যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণ আলোর প্রতিরূপ।[৩৩] মাজুসী ধর্মাবলম্বীরা অগ্নিকে শক্তিধর অথবা পবিত্র জ্ঞানে কল্যাণের প্রতীকরূপে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

পরবর্তীতে এই মাজুসী ধর্ম যরথুস্ত্র ধর্মে মিশে যায়। যরথুস্ত্রের মতে আগুন অত্যন্ত পবিত্র, তবে ঈশ্বর নয়। বরং আহুরা মাযদা (স্পেন্তামৈন্যুর প্রতিনিধি/ঔশ্বরিক জ্ঞানের প্রভু) মঙ্গলের ঈশ্বর এবং আহরিমান (অগ্রমৈন্যুর প্রতিভূ) অকল্যাণের স্রষ্টা।[৩৪] বাহ্যিকভাবে এ ধর্মে দ্বৈত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হলেও যরথুস্ত্রের মতে আহুরামাযদা একমাত্র সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক, স্বয়ং জ্ঞানী, বিশ্বপ্রভু একেশ্বর।[৩৫]

মিত্রাইজমে মিত্রা (Mithra) সকল সৃষ্টির জনক ও জবাবদিহির দেবতা, মজলুমের দেবতা; আবার সূর্য ও চন্দ্রও তাদের দেবতা। অন্ধকার দূর করতে আগুন, অগ্রমৈন্যুর (অন্যায়ের) বিরুদ্ধে স্পেন্তামৈন্যুর (ন্যায়ের) প্রতিভূ আহুরামাযদা এবং অন্যায়, জুলুম ও নির্যাতনের বিপক্ষে মিত্রা অতীব শক্তিধর ঈশ্বর রূপে তারা বরণ করেছে। তারা ছিল শক্তির পূজারী। ইরানে মিত্রাকে রাজাদের দেবতা বলা হত। রাজা ও যুদ্ধবাহিনীর মধ্যকার সম্পর্ক সৃষ্টিকারী মিত্রাকে যুদ্ধ দেবতা রূপে সৈনিকরা পূজা করত। রাজারা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের প্রতি ন্যায়বিচারের প্রতীক মিত্রাকে সাক্ষী রেখে শপথ গ্রহণ করত। মিত্রাকে তুষ্ট করার জন্য ষাঁড় বলী দিত।[৩৬] আলেকজান্ডার কর্তৃক (৩৩০ খ্রি. পূ:) পারস্য বিজয়ের পর ভারতীয় আর্যদের মধ্যে মিত্রাইজমের প্রসার ঘটে। বেদে মিত্রা নামক সংযোগকারী দেবতার উল্লেখ আছে; যার অর্থ অঙ্গীকার রক্ষার প্রতীক। গ্রীস ও রোমেও খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত জ্ঞান, বিচার ও শক্তিমত্তার প্রতীক রূপে মিত্রার আরাধনা প্রচলিত ছিল।[৩৭]

২.৫ ভারতীয় সভ্যতায় দেব-দেবী

সিন্ধু সভ্যতায় যে সব প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন পাওয়া যায় তা ভারতীয় হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতীয় ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মা হল সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হল পালন কর্তা এবং শিব হল ধ্বংসের কর্তা। হিন্দু ধর্মে এই মহাত্রিদেবতার মধ্যে শিবই শক্তিশালী দেবতা হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য। এ ছাড়াও অসংখ্য দেব-দেবী রয়েছে। তন্মধ্যে যুদ্ধদেব রাম, প্রেম-ভক্তিদেব কৃষ্ণ, বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও ধনদেবী লক্ষ্মী হিন্দু ধর্মে পরম পূজনীয় দেব-দেবী।[৩৮] বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের কথা না থাকলেও এটিই বাস্তব যে, বৌদ্ধ স্বয়ং ভগবান ঈশ্বর।

২.৬ মিসরীয় সভ্যতায় দেব-দেবী

প্রাচীন মিসরীয় ধর্মাচারে সমগ্র মিসরে সূর্য দেবতা 'রে' (Re/Ra) শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিল।[৩৯] তারা প্রকৃতির শক্তির উৎস যেমন চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির পূজা করত।[৪০] মিসরের রাজধানী থিবসে স্থানান্তরিত হলে স্থানীয় দেবতা 'আমুন'-এর সঙ্গে মিশে সূর্য দেবতা 'আমুন-রে' নামে পরিচিতি লাভ করে[৪১] এবং জাতীয় দেবতায় আসীন হয়। এ দেবতা হল সর্বশক্তিমান, যার শক্তিময় আলোতে বিশ্বজগৎ হয় আলোকিত এবং ভূ-পৃষ্ঠে শস্য উৎপন্ন হয়। সে প্রতিদিন পূর্বাঞ্চলের অন্ধকার দূরিভূত করে স্বর্ণময় জ্যোতি নিয়ে আগমন করে। তার চোখ থেকে আলোক রশ্মির জন্ম হয়।[৪২]এ ছাড়াও প্রত্যেক গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ছিল। তাদের দেবতার সংখ্যা দু হাজারেরও বেশী। ভৌগালিক কারণ ও গুরুত্ব বিবেচনায় প্রবীণ দেবতা হিসেবে নিম্নাঞ্চলে নদী বা সাগরের দেবতা, মরুভূমি এলাকায় সূর্য ও ঝড়ের দেবতা এবং অরণ্যাঞ্চলে নানাবিধ বৃক্ষদেবতাকে প্রধান দেবতা গণ্য করে অন্যান্য দেবতাকে গৌন দেবতা মনে করে পূজা দেয়া হত। বেহদেত নামক বদ্বীপ অঞ্চলে এক অংশের দেবতা হোরাস, অন্য অংশের দেবতা ওসিরিস। অন্যদিকে শাসকশ্রেণী নিজেদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য নিজেদের মর্যাদা দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেন। তাঁরা ছিলেন সূর্য দেবতা 'আমন-রে'-এর সন্তান ঈশ্বররাজ। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন পরিচালনা করতেন। প্রাচীন মিসরে ফারাওগণ ছিলেন দেবতা।[৪৩]

এটেন (Aten/Atum): এ ঈশ্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছে এবং সূর্য দেবতা 'রে'-এর সত্তার সঙ্গে মিশে এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে।[৪৪]

শূ (Shu) ও টেকনেফ (Tecnef): 'শূ' ছিল বায়ু দেবতা এবং তার স্ত্রী টেকনেফ ছিল আগুনের দেবী। তাদের বিয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের দেবতা জিব ও আসমানের দেবী নূত এবং তাদের বৈবাহিক সূত্রে জন্ম লাভ করে পুত্র ওসিরিস ও সেট এবং কন্যা ইসিস।[৪৫]

ওসিরিস (Osiris) ও ইসিস (Isis): মিসরীয়দের ধারণা মতে ওসিরিস প্রথম মনুষ্য কল্যাণকামী রাজা, যার মধ্যে ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান ছিল। সে মিসরীয়দেরকে সভ্যতা, শিক্ষা ও কৃষিকাজ শিক্ষা দিয়েছে। তার ভগ্নি ইসিস তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করত। পরবর্তীকালে ওসিরিস মৃত্যু দেবতা বলে অভিহিত হয়। এ বিষয়ে একটি কিংবদন্তি (mythology) প্রচলিত আছে।

ওসিরিস জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠলে দুষ্টভ্রাতা সেট (সীত) তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং লাশ টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। ইসিস (তার ভগ্নি) স্বামীর খণ্ডিত টুকরোগুলো একত্র করে জোড়া দিয়ে অলৌকিকভাবে পুনরায় জীবন দান করে। ওসিরিস জীবন ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে ও একটি সন্তানের জন্ম দেয় যার নাম হোরাস। সে বড় হয়ে রাজক্ষমতায় বসে পিতার হত্যাকারী চাচা সেটকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। এই কিংবদন্তির মাধ্যমে দেবতাদের মানবীয় রূপ ফুটে ওঠেছে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন: শরৎকালে নীল নদের শুকিয়ে যাওয়া এ যেন মৃত্যুতুল্য। অন্যদিকে বর্ষাকালে নদীর প্লাবন পুনর্জীবনের কথা স্মরণ করে দেয়। আবার সেটের হত্যা এ যেন অশুভের বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়।[৪৬]

হোরাস (Horus): ওসিরিসের পুত্র হোরাস মিসরের উচ্চ ভূমির দেবতা এবং আকাশেরও দেবতা। নীল উপত্যকায় উত্তর ও দক্ষিণ ভূমির মধ্যে বিরোধের ন্যায় তার ও চাচার বিরোধ তুলনীয় এবং দুষ্ট অপশক্তিকে হত্যা করে হোরাস বিজয়ী যোদ্ধা ও ন্যায়ের প্রতীক রূপে দেবতায় উন্নীত হয়েছে।[৪৭]

সেট ও নিপেট (Set and Nephtys): সেট হল ঈশ্বর জিব (শিব) এর পুত্র এবং নিপেটের স্বামী। সে মরুভূমিতে অবস্থান করে এবং হিংসা ও অমঙ্গল উৎপাদন করে।[৪৮]

মিসরীয়রা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। তাদের অনেক দেবতা যেমন দেব বংশ প্রতিষ্ঠা করেছে, ঠিক তেমনি তারা মানুষ ও পশুপক্ষির সম্মিলিত অবয়বে নিজেদেরকে প্রকাশ করেছে। আকাশের দেবতা হোরাসের দেহ ছিল মানবাকৃতির কিন্তু মস্তক ছিল ঈগল বা শকুন আকৃতির; পাতালের দেবতা অনু ছিল শৃগাল মুখাকৃতির; থথ দেবতা ছিল সারসের মস্তক বিশিষ্ট।[৪৯]

রাজা চতুর্থ এমেনোফিস (Amenophis/Amenhotep) বহু ঈশ্বরের পরিবর্তে মহা একেশ্বর Aten-এর উপাসনা চালু করেন এবং স্বীয় নাম পরিবর্তন করে Akhenaten (Aten is satisfied) রাখেন। Akhenaten -এর মৃত্যুর পর পুরাতন দেব-দেবীদের অর্চনা পুনরায় চালু হয়। বিশেষত Osiris ও Isis -এর উপাসনা ব্যাপকতা লাভ করে।[৫০]

২.৭ গ্রিক সভ্যতায় দেব-দেবী

কবি হেসিয়ড (Hesiod ৭৫০-৭৮০ খ্রি. পূ:) তাঁর দেববৃত্তান্ততে (Theogony) বহুসংখ্যক দেবতার বংশানুক্রম তুলে ধরেছেন। দেবতারা মানুষের ন্যায়; কিন্তু তারা সাহসী, বিজ্ঞ ও জগৎসমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত। তারা মানুষের মতই গুণাবলী ধারণ করে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে, তবে তারা অমর।[৫১] মানুষ ও দেব-দেবীর সংমিশ্রণে দেববংশাধারা বিস্তার লাভ করে। গ্রীকরা দেবতাদের বংশধর। দেবতা

প্রমিথিওয়াস (Prometheus) মানুষকে মাটি ও নিরুত্তাপ অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। প্রমিথিওয়াসের পুত্র এবং পুত্রবধু গ্রীকদের পূর্ব পুরুষ।[৫২] গ্রীকবাসীরা বিভিন্ন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা কল্পনা করে তাদের উপাসনা করত। জগৎ প্রকৃতির বৈচিত্রময় সৃষ্টির ধারণা থেকে তারা অসংখ্য ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হয়। তারা জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও কল্যাণ-অকল্যাণের নিয়ামক শক্তি হিসেবে এসব ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত থাকত।[৫৩]

দেববৃত্তান্ততে বর্ণিত আছে স্বর্গদেবতা ইউরেনাস ও ধরিত্রীর দেবী গিয়ার (Gaea) বার জন সন্তান ছিল যারা টাইটান নামে অভিহিত। এরাই বিভিন্ন বিষয়ের এক এক ক্ষুদে ঈশ্বর। পৃথিবী এক সময় টাইটানদের দ্বারা শাসিত হত। ইউরেনাস গিয়ার পুত্র ছিল, পরে গিয়ার স্বামী হয়। ইউরেনাস সন্তানদের নিকট হতে গিয়াকে পৃথক করে রাখলে গিয়া টাইটানদের সাহায্য কামনা করে। কনিষ্টতম পুত্র করোনাস (Coronus) এগিয়ে আসে এবং সংঘর্ষে ইউরেনাসের অণ্ডকোষ ছিড়ে যায়। সেই রক্ত গিয়ে পড়ে গিয়ার দেহে তা থেকে সৃষ্টি হয় পরী ও উপদেবতাদের। করোনাস স্বর্গ ও পৃথিবী পৃথক করে দেয় এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়।[৫৪]

জিয়াস (Zeus): করোনাসের পুত্র জিয়াস পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গ ও মর্তের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর এবং নিজেকে ঈশ্বরদের ঈশ্বর বলে ঘোষণা দেয়। সে স্বর্গের দেবতা এবং মাউন্ট অলিম্পাস পর্বতশৃঙ্গে তার অবস্থান। বিদ্যুৎ ও বজ্রঝলকানীর মধ্য দিয়ে সে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়।[৫৫] তার উদ্দেশ্যে এই পর্বত পাদদেশে ষাঁড়বলী দেয়া হয়। দেবতারা এখান থেকে মানবীয় কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে।[৫৬]

হেরা (Hera): জিয়াসের স্ত্রী হেরা দেবী কার্যসিদ্ধি ও প্রতিশোধ গ্রহণের দেবী হিসেবে পরিচিত। তার কাজ হল স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধন সুদৃঢ় করা।[৫৭]

এ্যাফোরোডাইটস (Aphrodites): জিয়াস কন্যা[৫৮] এ্যাফোরোডাইটস প্রেম-ভালবাসা, ভূমির উর্বরতা ও সন্তান উৎপাদনের দেবী। তার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বর অলিম্পাস তাকে পাওয়ার আশা প্রকাশ করে কিন্তু সে গোপনে ঈশ্বর এরেস (Ares)-এর সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে অনেক সন্তানের জন্ম দেয়।[৫৯]

হারমেস (Hermes): জিয়াস ও Main-এর ভালবাসার ফসল পুত্র হারমেস গান-বাজনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও হাট-বাজারের ঈশ্বর। সে দেবতাদের দূত এবং নরকে আত্মাসমূহের পরিচালক।[৬০]

ইরতামিশ: কুমারী ইরতামিশ জিয়াসের কন্যা ও বন-জঙ্গলের প্রাণীদের ঈশ্বর।[৬১]

হিফাসতাস (Hephastus): হেরার গর্ভজাত জিয়াস-পুত্র হিফাসতাস অগ্নিকুন্ডের খোঁড়া দেবতা।[৬২] গ্রীকদের নিকট এই দেবতা শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক।[৬৩]

আবুল্লু: রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য দানকারী সত্য ও জ্যোতির ঈশ্বর। সূর্যদেবনামে খ্যাত।[৬৪]

হাদেস (Hades): মৃত্যুপুরীর ঈশ্বর[৬৫] ও মৃত্তিকাগর্ভে গচ্ছিত গুপ্তধনের দেবতা। তার ইচ্ছায় এগুলো মানুষের মধ্যে বন্টিত হয়।[৬৬]

পসিডন (Poseidon): ভূ-কম্পন ও সমুদ্রের শাসন পরিচালনা করে। সে সমুদ্র দেবতা হলেও মূলত সে অশ্বদেব (Horse god), ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে দ্বীপ রক্ষাকারী।[৬৭]

ডেমিটার (Demeter): উদ্ভিদ ও শস্য দেবী এবং জগৎ মাতৃকার উর্বরতার দেবী।[৬৮]

এরেস (Ares): এ্যাফোরোডাইটের স্বামী এ্যারেস যুদ্ধ দেবতা।[৬৯]

ডাইনেইসাস (Dionysus): মাদক দেবতা এবং জেয়াসের পুত্র (Semele -এর ঔরশজাত)।[৭০]

এথেনা (Athena): বিদ্যা-কলার দেবী ও যুদ্ধ কর্ত্রী এথেনা আসলে পেঁচক দেবী (owl goddess)। বিশেষ সময়ে পাখির ন্যায় উর্দ্ধ আকাশে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।[৭১]

২.৮ রোমান সভ্যতায় দেব-দেবী

রোমানদের ধর্ম ছিল অনেকটা গ্রীকদের অনুরূপ। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেব-দেবী রূপে কল্পনা করে তারা তাদের অর্চনা করত। দেবতারা সাধারণ মানুষের মতই রাগ-অনুরাগ, আবেগ ও অনুভূতিশীল। প্রত্যেক গৃহ ছিল দেব-দেবীর আখড়া। তাদের নির্দিষ্ট পারিবারিক দেব-দেবী ছিল। প্রত্যেক বাড়ীর ছিল রক্ষাকারী আত্মা Janus।[৭২] তারা দেবতাদেরকে অংশত মানবাত্মার অধিকারী দূর্জ্ঞেয় প্রেতাত্মারূপে গ্রহণ করত। প্রত্যেক বস্তুর আত্মা ছিল, তাদের নিকট পবিত্র বস্তুও দেবতার আসনে সমাসীন।[৭৩] তাদের ছিল কৃষি ও গৃহস্থালী সংশ্লিষ্ট উর্বরতার দেব-দেবী। অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের শক্তিমতা তাদের মনে ঈশ্বরের স্থান দখল করেছিল। তাদের মতে দেবতারা মানুষের মতই একাধিক বিয়ে করে ও সন্তানাদির জন্ম দেয়।[৭৪]

পৃথ্বীরাজ টেলাস মেটার (Tellus Mater) রোমানদের মূখ্য ঈশ্বর। সে ভূ-পৃষ্টের ঈশ্বর হলেও কৃষিকাজের ঈশ্বর হল Saturme, Pomona, Ceres ও Pales;[৭৫] Vervactor, Regarator, Sarritor, Flora, Faunus, Terminus, Fons, Volturnus[৭৬] নামে ভূ-পৃষ্ঠের আরও কতিপয় ঈশ্বর বিদ্যমান। গর্ভধারণ, জন্মদান, জন্মের হার ও সন্তানের বেড়ে ওঠা সংক্রান্ত আরও অনেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন: কনিনা (Cunina), ভেগিন্টানুস (Vagintanus), রুমনিনা (Rumnina), ফ্যাবুলিনাস (Fabulinus), স্ট্যটুলিনাস (Statulinus); এ ছাড়াও ভিস্তা (Vesta) অগ্নিদেবতা, জেনাস (Janus) তত্ত্বাবধায়ক দেবতা, জেনিয়াস ফেমিলিয়া (Genius Femilia) পারিবারিক আত্মা দেবতা, লারেস (Lares) উর্বরতার দেবতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭৭]

আকাশ দেবতা মহান জুপিটর (Jupiter) রাষ্ট্রের অবিভাবক; তার স্ত্রী জুনো (Juno) মাতৃত্বের দেবী, মার্স (Mars) যুদ্ধ দেবতা, ভেনাস (Venus) প্রেম দেবতা, নেপচুন (Neptunus) সাগর দেবতা, সার্টান (Sertenus) ফসলের দেবতা হিসেবে পরিচিত। রোমান সংস্কৃতিতে হাজার হাজার বছর ধরে দেব-দেবীর প্রাধান্য থাকলেও সম্রাট অগাস্টাস নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে এবং চতুর্থ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক তাদের ঈশ্বরের সংখ্যা ত্রিশ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৮]

২.৯ কেলটসধর্ম সংস্কৃতিতে দেব-দেবী

কেলটিকরা Mercury দেবতার পূজা করে। এছাড়াও Apollo, Mars, Jupiter ও Ninerva দেব-দেবীর পূজা করতো। Dispater হলো তাদের মূল দেবতা। Mars-এর কক্ষপথে ছিল স্বগোত্রীয় ৫০ জন দেবতা, Mercury-এর ছিল ৩০ জন; জুপিটারের ছিল ২৫ জন: Apllo-এর ২০ জন এবং Ninerva-এর ছিল ৬ জন দেবতা। গ্যালিক, আইরিশ ও ইংলিশ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ দেব-দেবী হলো Cernunnos- উর্বরতার দেবতা; Sucellos বজ্র ও বিদ্যুতের এবং আতিথিয়তার দেবতা; Esus উর্বরতার দেবী। আইয়ারল্যান্ডে Dogda মহা পিতৃদেব; Lug হস্তশিল্পদেবতা; Brigit বিদ্যা ও কাব্য দেবী; Danu ও Anu জগৎমাতৃকা দেবী; Andrasta বিজয় দেবী; Belenos সূর্যদেব, Totatis যুদ্ধবেতা; Lys সমুদ্র দেবতা।[৭৯]

কেলটিকরা আকাশ, পর্বত, পাথর, বৃক্ষ, খাল, নদী, সমুদ্র এবং বিভিন্ন ধরনের পশুর পূজা করতো। কিছু দেবদেবী আছে যাদের কিছু অংশ পশু আকৃতির এবং কিছু অংশ মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট।[৮০] মনে হয় তারা সূর্যদেবতাকে বেশী গুরুত্ব দিত।[৮১]

২.১০ আমেরিকার ধর্ম সংস্কৃতিতে দেব-দেবী

আমেরিকার ধর্ম সংস্কৃতিতে মায়া ধর্ম, আজটেক ধর্ম ও ইনকা ধর্ম সংস্কৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২.১০.১ মায়া ধর্ম সংস্কৃতিতে দেব-দেবী

মায়ান অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হওয়ায় ধর্মাচারগুলো অনেকটা কৃষিকেন্দ্রিক ছিল। তাদের অসংখ্য দেবতা ছিল। সেখানে বনের দেবতা, বৃষ্টির দেবতা, সমতল ভূমির দেবতা, উর্বরতার দেবতা এবং পশুর দেবতা ছিল। পর্বত ও উপত্যাকার ঈশ্বর হল Huitz-Hok, বনের দেবতা Che, বৃষ্টির দেবতা Yucatan বা Chaes, আকাশের দেবতা Itzamna, সূর্য দেবতা Kinichahau, প্রাত্যুষের তারকা Lord Big Eye জাগতিক দেবতাদের শক্তির উৎস এবং তার প্রতীক হল ড্রাগন ও সর্পের সংমিশ্রিত প্রতিকৃতি। ভূ-গর্ভের দেবতা হল Hunahau ও Chichen Itza এবং নগরীর পৃষ্ঠপোষক দেবতা হল Kulkulcan।[৮২] বায়ু দেবতার নাম 'আইক' (Ik), চন্দ্র দেবতার নাম 'এক্সবেল' ও সর্প দেবতার নাম 'চিচ্ছান' (Chicchans)। মনে হয় তারা ছিল শক্তি পূজারী। আইমিক্স (Imix) নামক এক মহা শক্তিধর মর্তদানবকে তারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করত।[৮৩]

২.১০.২ আজটেক ধর্ম সংস্কৃতিতে দেব-দেবী

আজটেক ধর্মাচার মায়ানদের অনুরূপ হলেও তাদের দেবতাগুলো দূর্বোধ্য। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় ছিল বিশ্বজনীন ঈশ্বর, বিশেষ দেবতা ও পৃষ্ঠপোষক দেবতা। জগৎমাতৃ, আকাশ পিতা, জাগুয়ার মন্দির, সুসজ্জিত সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শক্তিশালী যা কিছু সবই দেবাতর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।[৮৪]

তারা ছিল প্রকৃতি পূজারী। তাদের সূর্যদেবতার নাম 'টোনাইটু'। সেই সঙ্গে তারা শক্তি পূজারীও ছিল। তাদের যুদ্ধ দেবতার নাম 'হুইট জিল পচলি' (Huitzilopochtli)। যেহেতু এদেবতা অত্যন্ত শক্তিধর, তাই এদেবতা ছিল তাদের মূখ্য দেবতা।[৮৫]

২.১০.৩ ইনকা ধর্ম সংস্কৃতিতে দেব-দেবী

দক্ষিণ আমেরিকার ইনকারা প্রকৃতি পূজারী ছিল। তাদের সূর্য দেবতা ইন্তি (Inti) এবং চন্দ্র দেবতা মামাকিয়া (Mama Qiya) তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দেবতা ছিল। তারা ছায়াপথকে লামা (Lama) দেবতা নামে সম্বোধন করত। কৃষি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে মহাজাগাতিক দেবতারও ধারণা পোষণ করত। তাদের বিদ্যুৎ ও জল-বায়ুর দেবতার নাম ছিল লিয়াপা। তাদের ধারণা মতে রাজা ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব, নিরঙ্কুশ আনুগত্যের দাবীদার, দেবতা সমতুল্য।[৮৬]

২.১০.৪ ওসেনিয়া ধর্ম সংস্কৃতিতে দেব-দেবী

পলেনেশিয়া, ওসেনিয়া ও মেলানেশিয়া দ্বীপাঞ্চলের ধর্ম সংস্কৃতিতে ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাদের ঈশ্বর বা দেবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া না গেলেও তারা প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী ছিল।[৮৭] কোন কোন প্রেতাত্মা দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। আদীম সমাজে যাদু ও মানা শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব দেবতার প্রতিনিধি কিংবা স্বয়ং দেবতা বিবেচিত হত।

২.১১ আফ্রিকান ধর্ম সংস্কৃতিতে দেব-দেবী

প্রাচীন আফ্রিকার জনসাধারণ গোত্রীয় জীবন যাপন করত। প্রত্যেক গোত্রের নিজ নিজ ধর্ম ছিল। পশ্চিম আফ্রিকায় অনেকগুলো ধর্মাচারের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ, আধ্যাত্মিকতা ও চিকিৎসা (সামান/ওঝা) কেন্দ্রিক দেব-দেবীর প্রভাব তাদের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। জান্দি ধর্মাবলম্বীরা মোবরী (Mobori) নামক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক ঈশ্বর বা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। ডগন ধর্ম সংস্কৃতিতে আম্মান (Amman) নামের ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা।[৮৮]

৩. উপসংহার

মানুষ সৃষ্টির উষা লগ্ন থেকেই কোন না কোন প্রকারের ধর্মাচারে অভ্যস্ত। প্রস্তর যুগের মানুষদের মধ্যে আলোর প্রয়োজনে সূর্য ও চন্দ্রকে পূজা করতে আবার কৃষিকাজের প্রয়োজনে মেঘ ও বৃষ্টির পূজা দিতে দেখা যায়। আগুন জ্বালানো থেকে শুরু করে জীবন ও জীবিকার নানাবিধ প্রয়োজনে পাথরের ব্যাপক উপকারে তারা মুগ্ধ হয়। তাই তারা পাথরের প্রতিকৃতি (মূর্তি) তৈরি করে দেবতা বা ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা ও নৈবেদ্য শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্ব প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতায় বহু দেব-দেবীরধারণা পাওয়া যায়। সুমেরিয় ধর্মাচারে দেবতারা মানব রূপী। মানুষের মতই তাদের কামনা, বাসনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক চাহিদা বিদ্যমান। ব্যবলনীয় ধর্মাচারে বৃহৎ দেবতার নাম মারদুক (Marduke-ব্রাহ্মান্ডের নৃপতি)। এ ছাড়াও কৃষি উপকরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতা রয়েছে। এ্যাসিরিয়ান ধর্মাচারে দেবতা মারদুক পুত্র নাবু (Nabu) শাসকদের মাধ্যমে সম্রাজ্যের দেখভাল করত। ফলে নৃপতিগণ দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন কর্তৃত্ব ও ধর্মকর্তৃত্ব যুগপৎ ভাবে কুক্ষিগত করে। সেই সঙ্গে দেবতা ও নৃপতি এককার হয়ে যায়।

মেসোপটেসিয়া সংলগ্ন হিব্রু সভ্যতায় কেনানাইট ধর্মাচারে তারা উর্বরতার দেবতা 'বাল' পূজা করতো। তাদের প্রায় ৪১টি বাল দেবতা ছিল। তাদের মৃত্যু দেবতা mot, স্বর্গের আলো দেবতা ইয়ারিখ, জগৎমাতৃ দেবী Ashtoreh প্রভৃতি জগৎ প্রাকৃতির নিয়ন্তা দেব-দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। মিসরীয় সভ্যতায় প্রাচীন ধর্মাচারে কৃষিকাজের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে এবং প্রকৃতির বৃহৎ শক্তি হিসেবে তারা সূর্য দেবতা Ra/Re-এর পূজা করতো। ফারাওগণ দেবতা ও মানুষের মধ্যস্থতাকারী ঈশ্বরের প্রতিনিধি তথা ঈশ্বররাজ হিসেবে শাসন পরিচালনা করত। তাদের জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য প্রভৃতি কর্মের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা রয়েছে যাদের দেহ মানবাকৃতির কিন্তু মুখাবয়ব পশুপাখির আকৃতি বিশিষ্ট।

গ্রীক ও রোমান ধর্মাচারে জগৎ সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত দেবতারা মানবীয় গুণাবলী ধারণ করে ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে মানুষের সাথে অবাধে মিশে থাকে। মানুষ ও দেবতাদের সংমিশ্রণে দেববংশাধারা বিস্তার লাভ করে। নামের ভিন্নতা ব্যতীত গ্রীক ও রোমান দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্য প্রায় একইরূপ।

পারসিক ধর্মাচারে অগ্নিকে শক্তির উৎস হিসেবে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয় এবং মিত্রাকে রাজাদের দেবতা মনে করা হতো। রাজাদের শোষণ, জুলুম-নির্যাতন এবং প্রজাদের আইন অমান্যতা বা বিদ্রোহের জন্য মিত্রা দেবতার নিকট জবাবদিহিতা করতে হবে বলে তারা বিশ্বাস করত।

আমেরিকার আদিম ধর্ম-সংস্কৃতিতে মায়া ধর্ম-সংস্কৃতি, আজটেক ধর্ম-সংস্কৃতি ও ইনকা ধর্ম-সংস্কৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ধর্ম-সংস্কৃতিতে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে দেবতা জ্ঞানে অর্চনা করা হত। আফ্রিকার আদিম ধর্ম-সংস্কৃতিতে অনেকগুলো ধর্ম-সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। তারা পৌরানিক কাহিনীতে বিশ্বাসী ও রহস্যময় বস্তুর সম্মুখে ধ্যানমগ্ন থেকে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ J.E. SWAIN, *A History of World Civilization* (New Delhi: Eurasia Publishing House (PVT.) Ltd. 1997), pp. 30-31; ড. এফ এম এ এইচ. তাকী, *ধর্মের ইতিহাস* (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০১৮ খ্রী.), পৃ. ৯৬।

২ *A History of World Civilization*, Ibid, pp. 38-40; Henry S. Lucas, *A Short History of Civilization* (New York: London: MeGraw-Hill Book Company, INC. 1963), p. 25.

[৩] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় Egyptian Mythology, *Roman Mythology*, Grece Mythology.

[৪] জগতের সব কিছু প্রাণময়। রহস্যময় প্রাণি, উদ্ভিদ বা জড়ের প্রতি নৈব্যক্তিক শক্তি আরোপ করে আরাধনা করা। Cf. Edward Burnet Tylor, *Religion in Primitive Culture* (New York: Harper Row, 1958), pp. 11-13; E.E. Evans Pritchard, *Theories of Primitive Religion* (Oxford: The Clarondom Press,/Oxford University Press, 1956), pp. 23-26.

[৫] মৃতদের প্রেতাত্মায় বিশ্বাস। প্রতাপশালী ব্যক্তি মৃত্যুর পরও প্রেতাত্মা হয়ে ক্ষতি করতে পারে এই বিশ্বাসে তাদের প্রেতাত্মাকে তুষ্ট রাখা। পরবর্তীতে এই ভূত, প্রেত ও প্রেতাত্মা দেবতা জ্ঞানে পুজিত হয়।Cf. Dr. Miall Edwards, *The Philosophy of Religion* (New York: George H. Doran Company, n.d.), pp. 39-40.

[৬] প্রত্যেক গোত্রের উৎপত্তির মূলে একজন আদিপিতা আছে; সে উদ্ভিদ, পশু, প্রাণি বা মানুষ হতে পারে। সেই আদি গোত্র-পিতার সন্তুষ্টি বিধান। এই গোত্র-পিতা পরবর্তীতে দেবতার আসন গ্রহণ করে এবং বহু ঈশ্বরবাদের উদ্ভব হয়। Cf. Will Durant, *Our Oriental Heritage* (New yourk: Siman and Schuster, 1954), p. 61; F.B. Jevens, *An Intraduction to the History of Religon*, 1896, p. 99.

[৭] কোন ব্যক্তি বা বস্তু মানা শক্তির অধিকারী হলে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই রহস্যময় মানা শক্তির পূজা। Cf. Bishop Cordrington, *The Melanesian*, 1891, p. 118; *The Philosophy of Religion*, p. 45.

[৮] ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে বিশ্বাস করে যাদুকরের প্রতি আনুগত্য ও দেবত্ব আরোপ করা। Cf. Jemes Gorge Frazer, *The GoldenBough* (London: Macmillan and Co. Ltd. 1953), pp. 54-58; "Such as magic, animism and the cult of a supreme being continued." Cf. *A Short History of Civilization*, pp. 33, 26.

[৯] *A Short History of Civilization*, p. 38.

[১০] *Ibid*, p. 69; ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ল রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০২২), পৃ. ৩৪০।

[১১] ড. এ.এফ.এম. শামসুর রহমান, *প্রাচীন পৃথিবী* (জয়পুরহাট: যুগবানী মুদ্রায়ণ অফসেট প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটারস, ২০০২), পৃ. ১৫৩-১৫৪; John B. Noss, *Man's Religions* (New York: The Macmillan Company, 1958), p. 60; *A Short History of Civilization*, p. 68.

[১২] ড. মুহাম্মাদ আল-উরায়বী, *মাওসুয়াতুল আদইয়ান: আস-সামাবিয়্যাহ ওয়াল ওদাইয়্যাহ* (বৈরূতঃ দরুল ফিকর আল-লুবনানী, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ২৫৫।

[১৩] ওয়ালিদ আল-জাদের, *আদ-দিয়ানাত 'ইনদাল ব্যবিলীঈন* (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ২৬; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৪২।

[১৪] *Man's Religions*, Ibid p. 60; সম্পাদনা পরিষদ, *হাদারাতুল ইরাক* (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৯৯খ্রী.), পৃ. ২১৫; আব্দুল হামিদ যায়েদ, *আশ-শারকুল খালিদ* (বৈরূতঃ মু'আসসাসাতুর রাইয়্যান, তা.বি.), পৃ. ১৪৪।

[১৫] *আশ-শারকুল খালিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪; *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

[১৬] *Man's Religions*, Ibid, p. 60.

[১৭] *আশ-শারকুল খালিদ*,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪; *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

[১৮] *Man's Religions,* Ibid*,* p. 60; ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, *সভ্যতার ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগ* (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০০৪খ্রী.), পৃ. ১৪১-১৪২।

[১৯] *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

[২০] হুসাইন তাওফীক, *দুরূসুন ফী তারীখিল আদইয়ান*, অনুবাদঃ আনওয়ার রূসাফী (তেহরানঃ আসীবান প্রেস, ১৩৮৮ হি.), পৃ. ৪১।

[২১] *A History of World Civilization*, Ibid, pp. 75-76.

[২২] *Man's Religions*, Ibid, p. 61; *সভ্যতার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

[২৩] হুসাইন তাওফীক, *দুরূসুন ফী তারীখিল আদইয়ান*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮।

[২৪] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 76.
[২৫] *Man's Religions*, Ibid, po. 60-62; *সভ্যতার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।
[২৬] *A History of World Civilization*, Ibid p. 80.
[২৭] *সভ্যতার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
[২৮] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 88.
[২৯] *Ibid*, p. 85.
[৩০] *Ibid*, pp. 88-89.
[৩১] সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২।
[৩২] "Early in their cultural development they followed an animistic cult, beliving that the gods Ashura, Anaheta, Mithra and Homa dwelt in natural objects." Cf. *A History of World Civilization*, *Ibid* p. 106.
[৩৩] *Man's Religions*, Ibid p. 440.
[৩৪] *Ibid*, p. 107.
[৩৫] *Man's Religions*, Ibid, p. 434; ড. আসআদ আস-সাহমারানী, *আল-যারাদিস্তাহ* (বৈরূত: দারুন নাফায়িস, তা.বি.), পৃ. ৫০।
[৩৬] "Mithra— A divine hero, a champion of the sun-god in the straggle against darkness—— was belived to have given life to the soil by slaying a sacred bull and allowing the blood to cover the earth." Cf. *A History of World Civilization*, p. 183; মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী, অনুবাদ: ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯১ খ্রী.), পৃ. ৪৭।
[৩৭] ড. মো: শাহজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি* (ঢাকা: দিক দিগন্ত, ২০০৯ খ্রী.), পৃ. ৩৬১।
[৩৮] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 208.
[৩৯] "... The sun-god Ra was accepted as the most powerful god. He Supposedly possessed power over all enimies; he brought the seasons; he was responsible for fertility and for happiness." Cf. *A History of World Civilization*, Ibid, p. 60; *A short History of Civilization*, Ibid, p. 55.
[৪০] আহমদ আল-সানূসী, *জসূরুদ দিয়ানাত আল-কাদীমাহ আল-মিসরিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০; "Egyptians worshiped sacred animals, the sun, the moon, the Nile River, fertility and generation, men and magic." Cf. *A History of World Civilization*, Ibid, p. 60.
[৪১] *Ibid*, p. 61.
[৪২] হাবীব সাঈদ, *আদইয়ানুল আলম*,(আল-কাহেরা : দারুত তা'লীফ ওয়ান নাশরে আল-আশকাফিয়াহ আল-কানিফিয়াহ, তা, বি,), পৃ. ৩৮।
[৪৩] *A History of word Civilization*, Ibid, p. 58; *Encyclopedia of Religion*, v-3, p. 184; মুহাম্মদ আল-উরায়বী, *মাওসূআতুল আদইয়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫; *A History of word Civilization, Ibid,* p. 62.
[৪৪] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 61; *আদইয়ানুল আলম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
[৪৫] মুহাম্মদ আল-উরায়বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।
[৪৬] *সভ্যতার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২; *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।
[৪৭] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 62.
[৪৮] মুহাম্মদ আল-উরায়বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১.
[৪৯] *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪; *ধর্মের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।
[৫০] *A short History of Civilization*, Ibid, p. 58; *A History of World Civilization*, Ibid pp. 60-61.
[৫১] "Gods to them were glorified men, worldly, lustful and brawling. They were represented often as immoral, living and acting much the same as men, except that they were endowed with immortality." Cf. *A History of World Civilization*, Ibid, p. 144.
[৫২] *Ibid*, p. 144.

[৫৩] হাসান তাওফীক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।
[৫৪] *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪; *A History of World Civilization*, Ibid, p. 143.
[৫৫] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 144.
[৫৬] *Ibid*, p. 143;
[৫৭] *মাওসুয়াতুল আদইয়ান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮।
[৫৮] "Daughter of Zeus by Dione." Cf. *Man's Religions,* Ibid, p. 74.
[৫৯] ড. মুহাম্মদ আল-উরায়বী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।
[৬০] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 144; "He led the spirits of the dead down to Had's." Cf. *Man's Religion,* Ibid, pp. 73-74.
[৬১] *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।
[৬২] *Man's Religions,* Ibid, p. 74.
[৬৩] সামীহ দাগীম, *আদইয়ান ওয়া মু'তাকাদাতুল আরব কাবলাল ইসলাম* (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-লুবনানী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৫১-২৫২।
[৬৪] *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।
[৬৫] "The Lord of underworld." Cf. *A History of World Civilization*, p. 144; *Man's Religions, Ibid* p. 74.
[৬৬] *আদইয়ান ওয়া মু'তাকাদাতুল আরব কাবলাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।
[৬৭] *Man's Religions,* Ibid, p. 73; *A History of World Civilization*, Ibid, p. 144.
[৬৮] *Man's Religions,* Ibid, p. 73; *A History of World Civilization*, Ibid, p. 144.
[৬৯] *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।
[৭০] *Man's Religions,* Ibid, p. 74; *A History of World Civilization*, Ibid, p. 144.
[৭১] *Man's Religions,* Ibid, p. 73; *A History of World Civilization*, Ibid, p. 144.
[৭২] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 182.
[৭৩] *Man's Religions,* Ibid, p. 73; *মাওসুয়াতুল আদইয়ান*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫১।
[৭৪] ড. উরাইসী, *আদ-দিয়ানাত আল-ওয়াযিয়াহ আল-মুনকারিয়াহ*, পৃ. ২৪৫-২৪৯; *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।
[৭৫] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 182.
[৭৬] *Man's Religions,* Ibid, p. 86; *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪।
[৭৭] *A Short History of Civilization*, Ibid, p. 195; *সভ্যতার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩১; *Man's Religions,* Ibid, p. 86.
[৭৮] বারান্দার, *আল-মু'তাকাদ আদ-দীনিয়্যাহ লাদা আশ-শুউব* (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৯২; *তুলনামূলক ধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।
[৭৯] *Man's Religions,* Ibid, p. 98.
[৮০] *Ibid*.
[৮১] "At dawn, The Emperor marched in stately procession to the Holy Terracc, where the people prostrated themselves, resting upon their elbows, facing the sun and kissing the sunbeams in adoration of their god." Cf. *A History of World Civilization*, p. 245.
[৮২] *A History of World Civilization*, *Ibid*, pp. 240-241.
[৮৩] *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬৭; *ধর্মের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
[৮৪] *A History of World Civilization*, Ibid, p. 242.
[৮৫] *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০; *ধর্মের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
[৮৬] *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১; *ধর্মের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
[৮৭] *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩; *ধর্মের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
[৮৮] *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮; *ধর্মের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।